Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আজিজুর রহমান

রোলঃ 227012106

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আজিজুর রহমান

রোলঃ 227012106

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আজিজুর রহমান, আইডিঃ 227012106 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্য ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

আজিজুর রহমান

আইডিঃ 227012106

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব 5

হালাল ব্যবসার মূলনীতি 7

অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ 7

হালাল পথে ব্যবসা করা 8

লাভের পরিমাণ যৌক্তিক হওয়া 8

লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা 9

সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য 9

পরিমাণে কম বেশি করা 10

প্রতারণা বা ধোকা দেওয়া 10

ওজনে কমবেশি করা যাবে না 11

একজনের দরাদরির ওপর অন্যজন দরাদরি করা 12

অবৈধ মজুদদারি 13

ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে দালালি করা 13

মিথ্যা শপথ করা 14

অপবিত্র বস্তুর ব্যবসা হারাম 14

মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়: 16

অস্তিত্বহীন,হস্তান্তর অযোগ্য ও অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়: 16

অগ্রগামী হয়ে ক্রয় বিক্রয় 17

সমজাতীয় বস্তু কম বেশি করে বিনিময় করা 17

পণ্যে ভেজাল মেশানো 17

চোরাই মালের ক্রয় বিক্রয় হারাম 18

অনৈতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য 18

পাতানো ক্রয়-বিক্রয় 19

শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয় 19

ফল বা শস্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয় 19

সব ধরনের প্রতারণা, ক্ষতি ও আত্মসাৎ বর্জন করা 19

সন্দেহপূর্ণ যাবতীয় জিনিস বর্জন করা 20

নিয়্যতকে বিশুদ্ধ করা 21
ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করা 21
ব্যবসার উদ্দেশ্যে সকাল সকাল বের হওয়া 21
বাজারে প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়া’লাকে স্মরণ করা 22
লেনদেনে উদারতা ও কোমলতা প্রকাশ করা 22
ব্যবসায় পণ্য হতে কিছু দান সদকাহ করা 23
চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা 23
Bibliography 24

ভূমিকা

ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা যা মহান আল্লাহ তায়া'লা কর্তৃক মনোনীত। আল্লাহ তায়া'লা মানবজাতির কল্যাণে এমন কোন ইলম অবশিষ্ট রাখেননি যা মহাগ্রন্থ আল কুরআন এ লিপিবদ্ধ করেননি। রাসুলুল্লাহ সাঃ ও ওনার সাহাবিদের জীবনাদর্শ থেকেও মহান রব প্রদত্ত ইলম ও এর সুচারু বাস্তবায়নে এমন এক নিখুঁত জীবনব্যবস্থা রয়েছে যা কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল মানবের অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। জীবিকা অন্বেষণ করতে ব্যবসা-বাণিজ্যের তাৎপর্য যেমনই কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক সুস্পষ্ট তেমনই হালাল, হারাম, অস্পষ্টতা বিষয়ক নির্দেশনাও স্পষ্টতই। মুসলিম উম্মাহর জাতির পিতা হযরত ইবরাহিম আ. এর ব্যবসায়ী হওয়া যেমন প্রমাণ করে ব্যবসায়ের গুরুত্ব তেমনই রাসুলুল্লাহ সাঃ এর জবান নিঃসৃত উম্মতের কিছু ব্যবসায়ী গুনাহগার হওয়ার বিষয়টি থেকেও প্রতীয়মান হয় যে,ব্যবসায় মূলনীতিস্বরুপ কিছু করণীয়,বর্জনীয় ও নৈতিকভাবে পালনীয় নির্দেশনা বিদ্যমান যা ব্যবসায়কে শুধুমাত্র ইবাদতই নয় বরং একজন ব্যবসায়ীকে কিয়ামতের কঠিন মুহূর্তেও শহীদদের সারিতে দাঁড় করিয়ে দিবে। মহান আল্লাহ তায়া'লা যেমন পবিত্র কুরআন মাজীদে সুদের বিপরীতে ব্যবসায়কে হালাল করে দিয়েছেন মানবজাতির জন্য তেমনই রাসুলুল্লাহ সাঃ ব্যবসায়কে বরকতের দশ ভাগ থেকে নয় ভাগ লাভের অনন্য এক জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করে উম্মাহকে সুসংবাদ দিয়ে গিয়েছেন। সুদ,ঘুষ,জুয়া,প্রতারণা,পণ্যে ভেজাল, ওজনে কমবেশি, কালোবাজারি, অসৎ মজুদদারি ইত্যাদি অসৎ উপায় অবলম্বন যেমন গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে নৈরাজ্য আর নৃশংসতার অন্ধকারে নিমজ্জিত করে ফেলে তেমনই প্রকৃত ইলম হাসিল করে সমস্ত হালাল উপায়ে করা ব্যবসা-বাণিজ্য সমাজে দান-সদাকাহ,যাকাত প্রদান,উত্তম আচার-আচরণ ও সৎ লেনদেনের মাধ্যমে অন্ধকারে নিমজ্জিত সমাজকে শোষণহীন, বৈষম্যহীন,নিপীড়নহীন ও পরস্পর কল্যাণকামী এক আলোকিত সমাজে রুপান্তরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব

-

রাসুলুল্লাহ সাঃ ও সাহাবিদের জীবনাদর্শ থেকে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়েছে ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের তাৎপর্য।যেমন-

রাসুলুল্লাহ সাঃ নিজে যেমন ব্যবসা করতেন তেমনি ব্যবসায়িক কাজে চাচার সাথে শৈশবে সিরিয়া সফর করেন। যৌবনকালে ব্যবসায়িক সামগ্রী নিয়েও সিরিয়া সফর করেন।

রাসুলুল্লাহ সাঃ সাহাবিদের ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করতে বলেন-

“ তোমরা ব্যবসা করো। কেননা,রিজিকের দশভাগের নয়ভাগ ব্যবসার মধ্যে রয়েছে।“

-আল্লামা ইরাকী,তাখরিজু আহাদিসি এহইয়া:১৫৮৮

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অন্য একটি হাদিসে সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীর জন্য সুসংবাদ প্রদান করেন যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ব্যবসায়ের গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে। "

-সুনানে ইবনে মাজাহ:২১৩৯

রাসুলুল্লাহ সাঃ এর অপর একটি হাদিস থেকে স্পষ্ট যে ব্যবসা বা হালাল উপার্জনও ইবাদাত।

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" বিধবা ও নি:স্বদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত ব্যক্তির সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে ও দিনে রোযা রাখে তাদেরও সমতুল্য। "

-সুনানে ইবনে মাজাহ:২১৪০

রাসুলুল্লাহ সাঃ ব্যবসায় এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে একদা আমর ইবনুল আ'স রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুকে বলেন-

" আমি তোমাকে সম্পদ উপার্জনের জন্য উৎসাহ দিচ্ছি। সৎ মানুষের হাতে হালাল সম্পদ থাকা অতি উত্তম। তা দিয়ে সে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।"

-মুস্তাদরাকে হাকিম:২/২

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন-

"মানুষের নিজ হাতে উপার্জিত খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য আর কিছু নেই /"

-সহিহ বুখারি:২০৭২

একদা রাফে ইবনে খাদিজ রা. রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলুল্লাহ সাঃ কোন ধরনের উপার্জন সর্বোত্তম? " জবাবে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করা।"

-আহমদ :১৭২৬৫

এছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাঃ এর সাহাবিদের জীবনাদর্শ থেকেও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করার বিষয়টি সুস্পষ্ট। চার খলিফার প্রত্যেকেই অন্যান্য কাজের পাশাপাশি নিজ উপার্জনেও সময় ব্যয় করত। আবু বকর রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহু ব্যবসায়ী ছিলেন,ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিআল্লাহু তাআ'লা আনহুও চামড়াজাত ব্যবসায়ী ছিলেন।হযরত ওসমান রা. ছিলেন সাহাবিদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী ব্যবসায়ী। হযরত আলী রা.ও নিজেই উপার্জন করতেন।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রা. মানুষজনকে ব্যবসায়ের প্রতি উৎসাহিত করতে বলেন-
“ হে দুস্থের দল! মাথা তোলো। ব্যবসা করো। পথ উন্মুক্ত। মানুষের ওপর বোঝা হয়ো না।“
-ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি,উমর ইবনুল খাত্তাব :১/৩৫৬

এমনকি মুজাহিদ ব্যতিরেকে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে দেওয়াকে উমর ইবনুল খাত্তাব রা. আশঙ্কার দৃষ্টিতে দেখতেন। একদা এক বাজারে গিয়ে প্রবীণ ব্যবসায়ীদের স্থলে বাহির থেকে আগত ব্যবসায়ীদের দেখে ঘোষণা করেন-
“ আল্লাহর শপথ! তোমরা যদি এমনটা করতে থাকো,তাহলে তোমাদের পুরুষ তাদের (অনারব) পুরুষের এবং তোমাদের নারীরা তাদের নারীদের অধীনস্থ হয়ে পড়বে।“
-ড. আলী মুহাম্মদ সাল্লাবি,উমর ইবনুল খাত্তাব:১/৩৫৬

হালাল ব্যবসার মূলনীতি

হালাল ব্যবসার মূলনীতিসমূহ প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়।যথা:

- অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ
- অবশ্য বর্জনীয় বিষয়সমূহ
- নৈতিকভাবে পালনীয় বিষয়সমূহ

-

অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহ

· সততা ও আমানতদারিতা রক্ষা করা :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা বলেন –
اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُكُمۡ اَنۡ تُؤَدُّوا الۡاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهۡلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمۡتُمۡ بَيۡنَ النَّاسِ اَنۡ تَحۡكُمُوۡا بِالۡعَدۡلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمۡ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيۡعًۢا بَصِيۡرًا ﴿۵۸﴾
“ আল্লাহ তায়া’লা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে,তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকের নিকট পৌঁছে দাও।“
-আল কুরআন ০৪,৫৮

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

“ ব্যবসায়ীগণ কিয়ামতের দিন পাপাচারী হিসেবে উত্থিত হবে।তবে সেই সব ব্যবসায়ী এদের ব্যতিক্রম,যারা আল্লাহকে যথাযথ ভয় করে এবং ন্যায়পরায়ণাতা ও সততার পথে চলে। “
-আল বায়হাকি ২০০৩,১০৪১৪

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন-

" ব্যবসা আল্লাহর রিযিকের মধ্যে একটি রিযিক এবং আল্লাহর হালাল বস্তুগুলোর মধ্যে একটি হালাল, ঐ ব্যক্তির জন্য যে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে ব্যবসা করে।

-আল বায়হাকি২০০৩,১০৩৯৬

হালাল পথে ব্যবসা করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ ۟ وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا ﴿۲۹﴾

" হে ইমানদারগণ তোমরা অন্যায়ভাবে কারো ধন-সম্পদ ভক্ষণ করো না।"

-আল কুরআন ০৪,২৯

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" যদি সে তার ছোট বাচ্চাদের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় তাহলে সে আল্লাহর পথে;যদি সে বৃদ্ধ মা-বাবার ভরণপোষণের জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় তাহলে সে আল্লাহর পথে ;যদি সে নিজের স্বচ্ছলতার জন্য উপার্জনের উদ্দেশ্যে বের হয় তাহলেও সে আল্লাহর পথে ;আর যে ব্যক্তি লোকদেখানো ও আত্মগৌরব প্রকাশের জন্য বের হয় সে শয়তানের পথে। "

-আল সুয়ুতি২০১০,২৩০৮

লাভের পরিমাণ যৌক্তিক হওয়া

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" যে মুসলিমই অপর মুসলিমের নিকট থেকে মাত্রাতিরিক্ত মুনাফা নিল সে তাকে প্রতারিত করল এবং সে বড়ই অপরাধী। "

-আল সুয়ুতি২০১০,৫০৫৬

লেনদেনে ক্রেতা বিক্রেতা উভয়ের সম্মতি থাকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَـكُمۡ بَيۡنَكُمۡ بِالۡبَاطِلِ اِلَّاۤ اَنۡ تَكُوۡنَ تِجَارَةً عَنۡ تَرَاضٍ مِّنۡكُمۡ ۚ وَ لَا تَقۡتُلُوۡۤا اَنۡفُسَكُمۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيۡمًا ﴿۲۹﴾

" হে মুমিনগণ, তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পরে রাজি হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।"

-আল কুরআন ০৪,২৯

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" ক্রয় বিক্রয় সম্মতির ভিত্তিতে হবে। "

-আল সুয়ুতি২০১০,৪০৮৮

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন-

" সন্তুষ্টচিত্তে না দিলে কোন মুসলমানের সম্পদ কারো জন্য হালাল হতে পারে না।"

-আল বায়হাকি২০০৩, ১১৫২৪/১১৫২৬

v এছাড়াও পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ জরুরি।

সুদভিত্তিক ব্যবসা-বাণিজ্য

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআলা' বলেন-

اَلَّذِيۡنَ يَاۡكُلُوۡنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوۡمُوۡنَ اِلَّا كَمَا يَقُوۡمُ الَّذِىۡ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيۡطٰنُ مِنَ الۡمَسِّ ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمۡ قَالُوۡۤا اِنَّمَا الۡبَيۡعُ مِثۡلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الۡبَيۡعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ فَمَنۡ جَآءَهٗ مَوۡعِظَةٌ مِّنۡ رَّبِّهٖ فَانۡتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ ؕ وَ اَمۡرُهٗۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ وَ مَنۡ عَادَ فَاُولٰٓـئِكَ اَصۡحٰبُ النَّارِ ۚ هُمۡ فِيۡهَا خٰلِدُوۡنَ ﴿۲۷۵﴾

" আল্লাহ তায়া'লা ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করেছেন আর সুদকে করেছেন হারাম।"

-আল কুরআন ০২:২৭৫

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" আল্লাহ তায়া'লা সুদখোর, সুদদাতা,সুদের লেখক, সুদি কারবারের স্বাক্ষীদ্বয়কে অভিসম্পাত করেছেন। তিনি বলেছেন, তারা সবাই সমান। "

-মুসলিম ১৫৯৮,২৯৯৫

পরিমাণে কম বেশি করা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন-

وَيۡلٞ لِّلۡمُطَفِّفِينَ ١ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكۡتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسۡتَوۡفُونَ ٢وَإِذَا كَالُوهُمۡ أَو وَّزَنُوهُمۡ يُخۡسِرُونَ ٣

" দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় নেয়। আর যখন লোকদের মেপে দেয়,তখন কম দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে,তারা পুনরিত্থিত হবে? সে মহা দিবসে। যেদিন মানুষ দন্ডায়মান হবে বিশ্বপ্রতিপালকের সম্মুখে।

-আল কুরআন ৮৩:০১

প্রতারণা বা ধোকা দেওয়া

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" ক্রেতা বিক্রেতা যতক্ষণ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়,ততক্ষণ তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার এখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ই সততা অবলম্বন করে এবং পণ্যের দোষ -ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহলে তাদের ক্রয় বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পণ্যের দোষ গোপন করে, তাহলে তাদের এই ক্রয় বিক্রয়ে বরকত দূর হয়ে যাবে।"

-আল বায়হাকি২০০৩ :১০৪৩৪,১০৪৮৪

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

" যে ব্যক্তি দুধ আটকে রাখা বকরি ক্রয় করেছে, সে তিনদিনের (সিদ্ধান্ত গ্রহণের) এখতিয়ার রাখে। আর তা হচ্ছে যদি সে চায় তো সেটিকে রেখে দিবে অথবা ফিরিয়ে দিবে এক ছা' পরিমাণ খেজুর সহ।"

-মুসলিম :২৮০৩

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে,

একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,যে খাদ্যশস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,কিরূপ বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করেন। ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি এমন ওহি নাযিল হলো যে আপনি আপনার হাত খাদ্যশস্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত খাদ্যশস্যে ঢুকিয়ে দেন এবং দেখতে

পান যে,তার ভিতরের অংশ ভেজা। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন -সে আমার দলভুক্ত নয়, সে প্রতারণা করে। “

-আবু দাউদ ২৯৯৫,৩৪৫২

ওজনে কমবেশি করা যাবে না

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা পবিত্র কুরআন মাজীদে বলেন –

﴿وَ اَوۡفُوا الۡکَیۡلَ اِذَا کِلۡتُمۡ وَ زِنُوۡا بِالۡقِسۡطَاسِ الۡمُسۡتَقِیۡمِ ؕ ذٰلِکَ خَیۡرٌ وَّ اَحۡسَنُ تَاۡوِیۡلًا ﴿۳۵

“ মেপে দেওয়ার সময় পূর্ণ মাপে দিবে এবং সঠিক পাল্লায় ওজন করবে।এটি উত্তম, এর পরিণাম শুভ। “

-সূরা বনী ইসরাঈল,আয়াত ৩৫

পবিত্র কুরআনে অন্যত্র রয়েছে –

وَ يٰقَوۡمِ اَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَ الۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ وَ لَا تَبۡخَسُوا النَّاسَ اَشۡيَآءَهُمۡ وَ لَا تَعۡثَوۡا فِى الۡاَرۡضِ
مُفۡسِدِيۡنَ ﴿۸۵﴾

" আর হে আমার জাতি! ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ঠিকভাবে পরিমাপ করো ও ওজন দাও এবং লোকদের জিনিসপত্রে কোনরূপ ক্ষতি করো না। "

-সূরা হূদ, আয়াত ৮৫

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" যখন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা ওজনে বা মাপে কম দেয়, তখন শাস্তিস্বরুপ তাদের খাদ্য শস্য উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং দুর্ভিক্ষ তাদের গ্রাস করে।"

-আত তারগীব ওয়াত তারহীব,হাদিস নং৭৮৫

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

"... যে জাতি মাপে ও ওজনে কম দেয়, তাদের রিজিক ওঠিয়ে নেওয়া হয়..."

-মুয়াত্তা মালেক,হাদিস নং৫৩৭০

একজনের দরাদরির ওপর অন্যজন দরাদরি করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয় না করে।"

-আল বায়হাকি২০০৩, ১০৯০১

অন্য আরও একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয় না করে আর তার ভাইয়ের দরদামের ওপর দরদাম না করে। "

-ইবনে মাজাহ ২১৬৩

ইবনে ওমর রা. এর সূত্রে অপর একটি হাদিসে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের ওপর ক্রয় বিক্রয় না করে এবং কারো বিয়ের প্রস্তাবের ওপর বিয়ের প্রস্তাব না দেয়।

-আহমদ ২০০১:৫৩০৪/৬০৩৪

অবৈধ মজুদদারি

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" যে ব্যক্তি চল্লিশ রাত পর্যন্ত খাদ্য -দ্রব্য মজুদ করবে সে মহান আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে এবং তার সঙ্গে মহান আল্লাহর কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

- আহমদ ২০০১:৪৮৮০

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন-

" আমদানিকারক বা সরবরাহকারী জীবিকাপ্রাপ্ত হয় এবং মূল্য বৃদ্ধির উদ্দ্যেশ্যে মজুদকারী হয় অভিশপ্ত। "

-ইবনে মাজাহ ৪১৪৪,২১৫৩

অপর একটি হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

" অপরাধী ব্যতীত কেউ মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পণ্য মজুদ করে না।"

-মুসলিম, ৩০১৩

উমর রা. হতে বর্ণিত অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

" কেউ যদি মুসলিমদের থেকে তার খাদ্যশস্য আটকিয়ে রাখে,তবে আল্লাহ তায়া'লা তার ওপর দরিদ্রতা ও কুষ্ঠ রোগ চাপিয়ে দেন।"

-ইবনে মাজাহ২১৫৫,আল সুয়ুতি২০১০:১২১৩০

ধোকা দেয়ার উদ্দেশ্যে দালালি করা

আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন –

" রাসুলুল্লাহ সাঃ ক্রেতাকে প্রতারিত করে মূল্য বৃদ্ধি করে দাম সাব্যস্ত করতে নিষেধ করেছেন।"

-বুখারি১৯৮৭:৬৫৬২

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" কোন ব্যক্তি মুসলমানদের লেনদেনে হস্তক্ষেপের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কাণ ঘটালে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়া'লা আগুনের হাড়ের ওপর তাকে বসিয়ে শাস্তি দিবেন। "

-আহমদ ২০০১:২০২৯২

মিথ্যা শপথ করা

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ বলতে শুনেছি –

“ কসম খাওয়ায় মালে কাটতি অধিক হয় কিন্তু তা বরকত দূর করে।“
-বায়হাকি২০০৩ :১০৪০৬

আবু কাতাদাহ রা. হতে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুলুল্লাহ সাঃ কে বলতে শুনেছি –
“ ব্যবসায় অধিক কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকো।এর দ্বারা মাল বেশি বিক্রি হয় কিন্তু বরকত কমে যায়। “
-মুসলিম:৩০১৫

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ কঠোর হুঁশিয়ারি প্রদান করে বলেন –
“ কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়া'লা তিন শ্রেণির মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন না। তন্মধ্যে এক শ্রেণি হল ঐ ব্যবসায়ী যে মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রি করে। “
-মুসলিম, ১৫৪

আব্দুর রহমান বিন শিবল রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ ব্যবসায়ীরা পাপিষ্ঠ। তখন তাঁরা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহ তায়া'লা কি ব্যবসা কে হালাল করেননি? তিনি বললেন, হ্যা। কিন্তু তারা মিথ্যা কথা বলে,মিথ্যা শপথ করে এবং গুনাহগার হয়।“
-আহমদ২০০১:১৫৫৩০

অপবিত্র বস্তুর ব্যবসা হারাম

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন –

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَوۡفُوۡا بِالۡعُقُوۡدِ ؕ اُحِلَّتۡ لَكُمۡ بَهِيۡمَةُ الۡاَنۡعَامِ اِلَّا مَا يُتۡلٰى عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّى الصَّيۡدِ وَاَنۡتُمۡ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيۡدُ ﴿۱﴾

" তোমাদের জন্য মৃতপ্রাণী,রক্ত ও শোকরের গোশত হারাম করা হয়েছে।"

-আল কুরআন ০৫:০৩

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরও বলেন –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ وَ مَنْ قَتَلَهٗ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهٖ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًۢا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسٰكِيْنَ اَوْ عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوْقَ وَبَالَ اَمْرِهٖ ؕ عَفَا اللّٰهُ عَمَّا سَلَفَ ؕ وَ مَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللّٰهُ مِنْهُ ؕ وَ اللّٰهُ عَزِيْزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۹۵﴾

" হে ইমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ,জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারণের শরসমূহ শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ কিছুই না। অতএব, এগুলো থেকে বিরত থাকো যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

-আল কুরআন ০৫:৯৫

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" আল্লাহ তায়া'লা ও রাসুলুল্লাহ সাঃ হারাম করেছেন মদ, মৃতজন্তু,শোকর ও মূর্তি বিক্রয় করা। তখন বলা হলো হে আল্লাহর রাসুল! আপনি কি মনে করেন যে, লোকেরা মৃত পশুর চর্বি দিয়ে নৌকায় প্রলেপ দেয়,তা দিয়ে চামড়ার বার্ণিশ করে এবং তা চকচকে করার কাজে ব্যবহার করে? তখন তিনি বললেন, না। তা হারাম। অত:পর তিনি বললেন, আল্লাহ তায়া'লা ইহুদিদের নিশ্চিহ্ন করে দেন,কারণ মহান আল্লাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করেছেন অথচ তারা একে গলিয়ে নেয় এবং বিক্রি করে ও তার মূল্য ভক্ষণ করে। "

-আল বায়হাকি২০০৩ :১১০৪৭

অপর এক হাদিসে রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

“ আল্লাহ লানত বর্ষণ করেন মদের ওপর এবং যে তা পান করে, যে তা পরিবেশন করে,যে তা বিক্রি করে, যে তা ক্রয় করে, যে তা নির্যাস তৈরি করে, যার জন্য নির্যাস তৈরি করা হয়,যে তা বহন করে, আর যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় সবার ওপর। “

-আবু দাউদ :৩১৮৯,৩৬৬৪

মাল হস্তগত হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়:

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ যে ব্যক্তি খাদ্য শস্য ক্রয় করেছে সে যেন তা গ্রহণ ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পূর্বে বিক্রয় না করে। “

-মুসলিম :২৮১৩

অস্তিত্বহীন,হস্তান্তর অযোগ্য ও অনিশ্চিত বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়:

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ পানির নিচের মাছ বিক্রয় করো না কেননা এটি অনিশ্চিত বা গারার।“

-আহমদ ২০০১:৩৬৭৬

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. হতে বর্ণিত,

“ রাসুলুল্লাহ সাঃ ফল পাকার আগেই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ কে জিজ্ঞেস করা হলো,ফল পেকেছে এটা কিভাবে বুঝবো? তিনি বললেন, যখন লাল হবে। তারপর রাসুলে করিম সা. বললেন,তোমার কী অভিমত? যখন আল্লাহ তায়া'লা ফল দেবেন না তখন তোমাদের ভাইয়ের টাকা নেওয়া তোমাদের জন্য কিভাবে জায়িজ হবে? “

-আল বুখারি১৯৮৭:১৪৮৮/২১৯৮

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বলেন-

“ রাসুলুল্লাহ সাঃ পাকার আগে খেজুর বিক্রি করতে এবং সাদা হওয়ার আগে ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুক্ত হওয়ার আগে খেজুরের ছড়া বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।“

-মুসলিম ২৮২৮

অগ্রগামী হয়ে ক্রয় বিক্রয়

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ বিক্রির বস্তু বাজারে উপস্থিত করার পূর্বে অগ্রগামী হয়ে তা ক্রয়ের জন্য যাবে না।“
-আল বুখারি১৯৮৭ :২১৬৫

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –
“ যারা পণ্যদ্রব্য বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে আসছে, এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে মিলিত হবে না। যদি কেউ এমন করে এবং কোন পণ্য ক্রয় করে, তবে ঐ বিক্রেতা বাজারে পৌঁছার পর (উক্ত বিক্রয়কে বহাল রাখা বা ভঙ্গ করার) অবকাশ পাবে। “
-মুসলিম ১৫১৯,২৭৯৬

সমজাতীয় বস্তু কম বেশি করে বিনিময় করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ সমান সমান, রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য সমান সমান,খেজুরের বিনিময়ে খেজুর সমান সমান, গমের বিনিময়ে গম সমান সমান, লবনের বিনিময়ে লবন সমান সমান, যবের বিনিময়ে যব সমান সমান করা যাবে।এগুলো লেনদেনে যে ব্যক্তি বেশি দিল অথবা বেশি গ্রহণ করল, সে সুদে লিপ্ত হলো। রুপার বিনিময়ে স্বর্ণ যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পারো। খেজুরের বিনিময়ে গম যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পারো। খেজুরের বিনিময়ে যব যেভাবে ইচ্ছা নগদে বিক্রি করতে পারো। “
-আল তিরমিজি ১৯৯৮:১১৬১

পণ্যে ভেজাল মেশানো

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা বলেন-

وَ اٰتُوا الۡیَتٰمٰۤی اَمۡوَالَهُمۡ وَ لَا تَتَبَدَّلُوا الۡخَبِیۡثَ بِالطَّیِّبِ ۪ وَ لَا تَاۡكُلُوۡۤا اَمۡوَالَهُمۡ اِلٰۤی اَمۡوَالِكُمۡ ؕ اِنَّهٗ كَانَ حُوۡبًا كَبِیۡرًا ﴿۲﴾

“ এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না।“-সূরা আন নিসা, আয়াত ০২

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে একটি হাদিস বর্ণিত আছে যে,

একদা রাসুলুল্লাহ সাঃ এমন এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন,যে খাদ্যশস্য বিক্রি করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,কিরূপ বিক্রি করছো? তখন সে ব্যক্তি তা বর্ণনা করেন। ইত্যবসরে রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি এমন ওহি নাযিল হলো যে আপনি আপনার হাত খাদ্যশস্যের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন। তখন তিনি তাঁর হাত খাদ্যশস্যে ঢুকিয়ে দেন এবং দেখতে পান যে,তার ভিতরের অংশ ভেজা। তখন রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন -সে আমার দলভুক্ত নয়, সে প্রতারণা করে। "

-আবু দাউদ ২৯৯৫,৩৪৫২

চোরাই মালের ক্রয় বিক্রয় হারাম

আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" যে ব্যক্তি জেনে শুনে চুরির মাল ক্রয় করল,সে তার অন্যায় কাজে ও গুনাহে শরিক হয়ে গেলো।

-আল বায়হাকি২০০৩ :১০০৮২৬

অনৈতিক পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" গায়িকা দাসী বিক্রি করবে না এবং কিনবেও না। তাদের গান শিক্ষা দিবে না এবং তাদের ব্যবসায় কোন কল্যাণ নেই। এদের মূল্য ভক্ষণ করা হারাম। এদের মতো লোকদের ব্যপারেই এই আয়াত নাজিল হয়েছে, মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবসত আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য অসার বাক্য ক্রয় করে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে। ওরা তারাই যাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি। "

-আল তিরমিজি ১৯৯৮:১২০৩,৩১১৯

পাতানো ক্রয়-বিক্রয়

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেন-

" যখন তোমরা প্রকৃত মূল্যের চেয়ে বাকীতে অধিক মূল্যো ক্রয়-বিক্রয় করবে গরুর লেজ আঁকড়ে ধরবে,কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে(অর্থাৎ দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকবে এবং আখিরাতের ওপর দুনিয়াকে প্রাধান্য দিবে) এবং জিহাদ পরিত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তায়া'লা তোমাদের ওপর লাঞ্চনাদায়ক ও অপমানকর অবস্থা চাপিয়ে দিবেন। তোমরা নিজেদের দ্বীনে প্রত্যাবর্তন করা না পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদের এই লাঞ্চনা ও অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।"

-আবু দাউদ, ৩০০৩

শর্ত আরোপ করে ক্রয়-বিক্রয়

হযরত আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন –

" রাসুলুল্লাহ সাঃ এক বিক্রির ভিতর দুই বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।"

-আল তিরমিজি ১৯৯৮:১১৫২

ফল বা শস্য উৎপন্ন হওয়ার পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়

ইবনু ওমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন –

" রাসুলুল্লাহ সাঃ ব্যবহারোপযোগী না হলে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।"

-মুসলিম ২৮২৭

সব ধরনের প্রতারণা, ক্ষতি ও আত্মসাৎ বর্জন করা

ইবনে মুসায়্যিব রা. হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" যে ধোঁকা ও প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। "

-মুসলিম১৪৬

অপর এক হাদিসে রয়েছে,

" রাসুলুল্লাহ সাঃ পাথর নিক্ষেপ করে বেচাকেনা করতে এবং অজ্ঞতামূলক লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।"

-মুসলিম ২৭৮৩

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন –

وَ مَا كَانَ لِنَبِیٍّ اَنۡ یَّغُلَّ ؕ وَ مَنۡ یَّغۡلُلۡ یَاۡتِ بِمَا غَلَّ یَوۡمَ الۡقِیٰمَۃِ ۚ ثُمَّ تُوَفّٰی کُلُّ نَفۡسٍ مَّا کَسَبَتۡ وَ
﴾هُمۡ لَا یُظۡلَمُوۡنَ ﴿۱۶۱

" আর যে লোক কোন সম্পদ আত্মসাৎ করবে সে কিয়ামতের দিন সেই আত্মসাৎকৃত সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হবে। "

-আল কুরআন ০৩:১৬১

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে এক বিঘত জমিন দখল করেছে,নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন সাতটি জমিন তার কাঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। "

-বায়হাকি২০০৩ :১১৫৩২,১১৫৩৩,১১৫৩৬

সন্দেহপূর্ণ যাবতীয় জিনিস বর্জন করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট এবং এ দুয়ের মাঝে রয়েছে অনেক সন্দেহজনক বিষয়। তা হালাল না হারাম সেটা অনেক লোকই জানে না।যে ব্যক্তি এই সন্দেহজনক বিষয়গুলো ত্যাগ করবে সে তার নিজ দ্বীন ও মানসম্মানেরই হেফাজত করবে।"

-আল বুখারি১৯৮৭:৫০

v এছাড়াও কালোবাজারি ও অস্পষ্ট লেনদেন বর্জন করা।

নৈতিকভাবে পালনীয় বিষয়সমূহ

নিয়্যতকে বিশুদ্ধ করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ আমলসমূহ (অর্থাৎ এগুলোর ফলাফল কিংবা বিশুদ্ধতা) একান্তই নিয়্যতের ওপর নির্ভরশীল।“

-আল বুখারি১৯৮৭ :০১

ক্রয়-বিক্রয়ের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন করা

ইসলামের একটি মূলনীতি হলো-

“ কারো ক্ষতি করা যাবে না এবং কারো ক্ষতির শিকারও হওয়া যাবে না। “

-ইবনে মাজাহ:২৩৪০,২৩৪১

ওমর রা. বাজার পরিদর্শন করতেন আর বলতেন –

“ আমাদের বাজারে তারাই বেচাকেনা করবে যাদের এ বিষয়ে জ্ঞান রয়েছে। অন্যথায় ইচ্ছা - অনিচ্ছায় সুদে জড়িয়ে পড়বে।

-আল তিরমিজি১৯৯৮:৪৮৭

আলী রা. বলেন –

“ ব্যবসা-বাণিজ্যের জ্ঞানার্জন করার পূর্বে যে ব্যক্তি ব্যবসা শুরু করবে সে সুদে জড়িত হলো,সে সুদে জড়িত হলো,সে সুদে জড়িত হলো।

-ইবনে কুদামাহ১৯৬৮:২/২২

ব্যবসার উদ্দেশ্যে সকাল সকাল বের হওয়া

হযরত সখর আল গামিদী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ হে আল্লাহ! আপনি আমার উম্মতের সকাল সমূহে বরকত দান করুন। রাসুলুল্লাহ সাঃ যখন যুদ্ধের জন সৈন্য প্রেরণের ইচ্ছা করতেন তখন দিনের প্রথমাংশে প্রেরণ করতেন। বলা হয় সখর ছিলেন একজন ব্যবসায়ী ব্যক্তি। তিনি তাঁর ব্যবসায়ী প্রতিনিধি দিনের প্রথমভাগেই পাঠাতেন। এতে তিনি ধনী হয়েছিলেন এবং তার সম্পদ বৃদ্ধিও পেয়েছিল।

-আবু দাউদ ২২৩৯

বাজারে প্রবেশের সময় আল্লাহ তায়া'লাকে স্মরণ করা

হযরত ওমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" যে ব্যক্তি এ দোয়া পড়ে বাজারে প্রবেশ করল যে,আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি একক তাঁর কোন শরিক নেই, সমস্ত রাজত্ব তাঁর তত্ত্বাবধানে। তিনিই সমস্ত প্রশংসার মালিক। তিনি জীবন্তকারী ও মৃত্যুদানকারী। তিনি চিরঞ্জীব। তাঁর হাতেই যাবতীয় কল্যাণ। তিনি সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ তায়া'লা তার আমলনামায় লক্ষ লক্ষ নেকি দান করবেন,লক্ষ লক্ষ পাপ ক্ষমা করে দিবেন। লক্ষ লক্ষ মর্যাদা বুলন্দ করবেন।"

-আল তিরমিজি **১৯৯৮:৩৩৫০**

লেনদেনে উদারতা ও কোমলতা প্রকাশ করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

" আল্লাহ তায়া'লা ঐ ব্যক্তির ওপর রহমত নাজিল করেন যে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এবং নিজের হক আদায়ের সময় কোমল আচরণ করে। "

-আল বুখারি**১৯৮৭ :২০৭৬**

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

" তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির এক লোককে আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন, যে বেচাকেনার সময় ও পাওনা মিটানোর সময় সহজতা অবলম্বন করতো।

-আল তিরমিজি**১৯৯৮:১২৪১**

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও সুসংবাদ প্রদান করে বলেন –

" ক্রয়-বিক্রয়ে যে লোক সহজ-সরল নীতি অবলম্বন করে আল্লাহ তায়া'লা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।"

-ইবনে মাজাহ২১৯৩,২২০২

ব্যবসায় পণ্য হতে কিছু দান সদকাহ করা

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! লেনদেনের সময় গুণাহ ও শয়তান এসে উপস্থিত হয়। অতএব তোমরা দান সদকাহকেও ব্যবসার সাথে যুক্ত করো।

-আল তিরমিজি **১৯৯৮:১১২৯**

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

“ হে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়! বিক্রয়কালে শপথ ও বেহুদা কথাবার্তা হয়ে যায়। তাই কিছু দান খয়রাত করে তা ধুয়ে পরিচ্ছন্ন করে নাও।“

-নাসায়ী৪৩৮৭,৪৪৬৩

চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা

আল্লাহ তায়া’লা বলেন –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ؕ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَ اَنْتُمْ حُرُمٌ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“ হে মুমিনগণ! তোমরা অঙ্গীকার পূর্ণ করো।“

-আল কুরআন ০৫:০১

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ’লা আরও বলেন –

وَ لَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ۪ وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا ﴿٣٤﴾

“ অঙ্গীকার পূর্ণ করো। নিশ্চয়ই অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। “

-আল কুরআন **১৭:৩৪**

রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন –

“ যে ব্যক্তি অঙ্গীকার পূর্ণ করে না,দ্বীন ইসলামে তার কোন অংশ নেই। “

-আহমদ **২০০১:১৩৬৩৭**

রাসুলুল্লাহ সাঃ আরও বলেন –

" মুনাফিকের লক্ষণ হলো তিনটি। এগুলো হলো এক. সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। দুই. যখন সে ওয়াদা ও চুক্তি করে তা ভঙ্গ করে। তিন.যখন তার কাছে আমানত রাখে তা খিয়ানত কর । "

-আল বুখারি১৯৮৭ :২২০

Bibliography

Al-Quran al-Karim

Abū Dā'ūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath ibn Isḥāq al-Azdī al-Sijistā
nī.

Al-Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn Ḥusayn Ibn 'Alī ibn Mūsā alKhosrojerdī. 2003. Al-Sunan al-Kubrā. Beirut: Dār al-Kutub
al-'Ilmiyyah.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullah Muhammd ibn Ismā'īl. 1987.

Al-Nasayī, Abū 'Abd al-Raḥ
m
ān Aḥmad Inb Shu'aib Ibn 'Alī.
1420H. Sunan. Amman: Bait al-Afkār al-Dawliyah.

Al-Tirmīdhī, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā as-Sulamī aḍ-Ḍarīr alB
ūghī al-Tirmidhī. 1998. Sunan. Bairut: Dār al-Garb alIslāmiyyah.

Ibn Mājah, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd Ibn Mājah alRab'ī al-Qazwīnī Ibn Mājah. ND. Sunan. Cairo: Dār Iḥ
y
ā alKutub al-'Arabiyyah.

Ibn Qudāmah al-Maqdīsī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad
'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad. 1968. Al-Mughnī.
Cairo Maktaba al-Qahirah.

Muslim, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn Ḥajjāj. ND. Al-Musnad alSahīh. Beirut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabī